ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি ও চর্চা

সার-সংক্ষেপ

২৩ জুন ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি এবং চর্চা

গবেষণা উপদেষ্টা
ড.ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মহুয়া রউফ, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

প্রকাশ: ২৩ জুন ২০১৯

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি এবং চর্চা

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

নির্বাহী বিভাগের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে জনপ্রশাসন গঠিত হয়।জনপ্রশাসনের প্রধান কাজ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিশেষ করে, জনপ্রশাসন সরকারের সকল কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়, এবং নিয়ন্ত্রণ করে। পল এপলবাই ১৯৪৭ সালে জনপ্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, "জনপ্রশাসন হচ্ছে সরকারি কার্যক্রমগুলির বাস্তবায়নে নিয়োজিত সরকারি নেতৃত্ব যা সরাসরি সরকারের সকল নির্বাহী কর্মের জন্য দায়ী"। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনকে এমন নেতৃত্ব ও নির্বাহী কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হয় যা নাগরিকের সম্মান, গুরুত্ব এবং ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অবদান রাখে।বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুই স্তরবিশিষ্ট-উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর। উচ্চস্তর হচ্ছে কেন্দ্রীয় সচিবালয় যা মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দ্বারা গঠিত এবং নীতি প্রণয়ন ও প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণে ন্যস্ত। উচ্চস্তরকে নীতিনির্ধারণী কেন্দ্রও বলা যায়।অন্যদিকে নিম্নস্তর হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরযা সাধারণ প্রশাসন এবংমাঠ পর্যায়েসেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাজন ও তাদের অধস্তন দপ্তর/সংস্থার পদ সৃজন ও বিলোপ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, নিয়োগ-পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন, বিধিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও সংশোধনসহ কর্মকর্তাদের আচরণ ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা সরকার, রাজনীতি, সরকারি-বেসরকারি খাতসহ সমাজের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।দেশের রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় খাত সমূহেসুশাসন প্রতিষ্ঠারউদ্দেশ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়।এ কৌশলে সার্বিকভাবে ১০টি রাষ্ট্রীয় ও ছয়টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়, যার মধ্যে জনপ্রশাসন অন্যতম।মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' গঠিত হয়েছে। তবে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২' প্রণীত হওয়ার পর ছয়বছর অতিবাহিত হলেও জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় এটি কীভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তার কোনো সার্বিক পর্যালোচনা এখনো হয় নি।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

এই গবেষণার উদ্দেশ্য জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট আইনের চর্চা পর্যালোচনা করা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশল বাস্তবায়ন যেসব আইন ও নীতি কাঠামো দ্বারা পরিচালিত সেগুলোর পর্যালোচনা এবং সেসব আইন ও নীতি জনপ্রশাসনের কার্যক্রমে প্রয়োগের চর্চা এ গবেষণার প্রধান উপজীব্য। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা যাদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি, শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, মূল্যায়ন, প্রণোদনা ইত্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তারা এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও সময়

এটি একটি গুণগত গবেষণা, যেখানে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, দুদক কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মরত (ক্যাডার, নন-ক্যাডার) ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার ধারণাপত্র প্রণয়নসহ গবেষণাটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।২০১৮ সালের জুন হতে ২০১৯সালের মার্চপর্যন্ত সময়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

২. গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশল অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে পাঁচটি স্বল্পমেয়াদী এবং ছয়টি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল। স্বল্পমেয়াদী বলতে একবছর, মধ্যমেয়াদী বলতে তিনবছর ও দীর্ঘমেয়াদী বলতে পাঁচবছর চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ১১টি কৌশল হচ্ছে:

স্বল্পমেয়াদী কৌশল

১. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী জমাদান

২. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন
৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন
৪. বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থাপ্রবর্তন
৫. শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল
৬. সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন
৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন
৮. প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
৯. জ্যেষ্ঠতা,কৃতি,জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন
১০. ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার
১১. যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে সরকারের কী কী আইনি প্রস্তুতি রয়েছে এবং তাকীভাবে চর্চা হচ্ছে তা নিচে পর্যালোচনা করা হলো।

২.১ প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী প্রদান
সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি:'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯'- তে সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। এ বিধিতে বলা হয়েছে চাকরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মালিকানা বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা, পলিসি এবং ৫০,০০০ টাকার বেশি মূল্যের অলংকারসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা দিতে হবে। প্রতি পাঁচবছর অন্তর অন্তরডিসেম্বর মাসে সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব প্রদান করতে হবে। এছাড়া নগদ টাকায় সহজে পরিবর্তনীয় সম্পদের হিসাব প্রকাশ করতে হবে।আবেদনের মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ব্যবসা বা আবাসিক ব্যবহারের অভিপ্রায়ে নিজে বা ডেভেলপারের দ্বারা কোনো ভবন বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করতে পারবে না।

চর্চা: ১৯৭৯ হতে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারিদের সম্পদের হিসাব প্রদানের কোন কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে ২০০৮ সালে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সেসময় জনপ্রশাসন সচিব বরাবর সম্পদের বিবরণী প্রদান করেছিলেন। ২০১০ সাল হতে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা চাকরিতে যোগদানের সময় নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদের হিসাব প্রদান করে আসছেন। সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭ হাজারেরও বেশি৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিরকর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।সরকারের পূর্বানুমোদন না নিয়ে কর্মকর্তাদের একাংশ বাড়ি নির্মাণ করছেন বা ফ্ল্যাট কিনছেন,এবং এসব সম্পত্তি স্ত্রী ও সন্তানের নামে কেনার প্রবণতা বিদ্যমান।

চ্যালেঞ্জ: প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর সম্পদের হিসাব প্রদান কার্যক্রমটি যে দীর্ঘদিন চলমান নেই তা তদারকির প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।১৯৭৯ সালে প্রণীত এ আইন কতটা সময়োপযোগী তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ আইন প্রণীত হওয়ার পর ছয়টি পে-কমিশন হয়। সর্বশেষ পে-কমিশনে বেতন শতভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিধিমালায় ঘোষিত সম্পদের যে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা তা আলোচনার বিষয়। বেশিরভাগ কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার মতে তাঁরা যেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) আয়কর দেওয়ার সময় সম্পদের বিবরণী দিয়ে থাকেন, তাদের জন্য প্রতি বছর অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট সম্পদের বিবরণী প্রদান করা প্রযোজ্য নয়। আবার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবাই আয়কর দেওয়ার উপযুক্ত নন। তবে এনবিআরে দাখিল করা তথ্য জানার অধিকার অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের নেই।

২.২ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন
সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি:'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' ও 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণীত হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য হলো কোনো ব্যক্তি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কোনো কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করলে তাঁকে সুরক্ষা প্রদান করা। তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি, দেওয়ানি, বিভাগীয় মামলা দায়ের বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অসত্য তথ্য প্রকাশ করলে শাস্তির বিধান রয়েছে।তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখার বিধান রাখা হয়েছে।

চর্চা: এই আইনটি ব্যবহার করে কোনো অভিযোগ প্রদানের তথ্য এপর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

চ্যালেঞ্জ: সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে জ্ঞানের/সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নে একটি সহায়ক পরিবেশের অভাব, আস্থার ঘাটতি, বিপদে পড়ার আশংকা অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে।আইনের ধারা ৫(৬) অনুযায়ী মামলার শুনানিকালে আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয়, তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ ব্যতীত উক্ত মামলার ন্যায়বিচার সম্ভব নয়, তবে আদালত তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে, এই শর্তের ফলে অভিযুক্তদের আইনজীবীর পক্ষ থেকে তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করার দাবি আদালতে উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ আছে। ফলে সম্ভাব্য তথ্য প্রকাশকারীর জন্য এটি নেতিবাচক প্রণোদনা সৃষ্টি করছে বলে অনেকে মনে করেন।

২.৩ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (গ্রিভ্যান্স রিড্রেস সিস্টেম - জিআরএস) প্রচলিত আছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮)' প্রণীত হয়েছে।

চর্চা: জনপ্রশাসনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত। ২০০৭ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অভিন্ন জিআরএস প্রবর্তন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে। সরকারি সেবা নিতে গিয়ে নাগরিক, সরকারি কর্মকর্তা, বা কোনো সরকারি দপ্তর অসন্তুষ্ট হলে এই অভিন্ন জিআরএস পদ্ধতিতে অভিযোগ করতে পারে।মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোতে এ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১১ সালে সকল মন্ত্রণালয়ে অভিন্ন ওয়েব-ভিত্তিক সাইট (www.grs.gov.bd) তৈরি করা হয়। সচিবালয়ের ৫ নম্বর গেইটে কেন্দ্রীয়ভাবে জনসাধারণের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।

জনপ্রশাসনের সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর শৃঙ্খলাভঙ্গ/আচরণজনিত অভিযোগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, অবৈধ কার্যকলাপ, বিধি-বহির্ভূত সম্মানী ভাতা উত্তোলন, সরকারি বাসার ভাড়া পরিশোধ না করা ইত্যাদি কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২,৩১৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,৩০৯টি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত শৃঙ্খলাজনিত কারণে ৪১৫টি বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮ জনকে অব্যাহতি, ১১৭ জনকে লঘুদণ্ড ও ৬৩ জনকে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এবং ৪৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল।

সরকারি কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনেও (দুদক) সরাসরি অভিযোগ করা যায়। দুদক এ বিষয়ে হটলাইন চালু করেছে। গত কয়েক বছরে (২০১৪-১৭) দুদক পরিচালিত ফাঁদে ঘুষের টাকাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৪৬ জন সরকারি কর্মকর্তা। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অনিয়ম, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগে দুদক কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬৮, ৮৪ ও ২৭ জন।

চ্যালেঞ্জ: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা বিভাগীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর তা নিরসনে সময়ক্ষেপণ হয়।

২.৪ আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তন

২.৪.১ বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: নতুনকৃতিভিত্তিক কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির (Performance Based Evaluation System-PBES) খসড়া প্রণীত হয়েছে।

চর্চা: পিবিইএস প্রক্রিয়াটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাইলটিং কেবল সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের জন্য এখনও পূর্বের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট - এসিআর) প্রচলিত রয়েছে।

চ্যালেঞ্জ: আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন শুদ্ধাচার কৌশলের স্বল্পমেয়াদী কৌশল যা সম্পন্নের সময়সীমা ছিল একবছর। কিন্তু দীর্ঘ ছয়বছর পেরিয়ে গেলেও তা এখনো চূড়ান্ত হয় নি।

২.৪.২ প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: 'জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত)' প্রণীত হয়েছে। 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' প্রণীত হয়েছে। 'জাতীয় পে-কমিশন ২০১৫' ঘোষণা করা হয়েছে।

চর্চা: ২০১৬ সালের ২৩ জুলাই প্রথমবারের মতো ৩০ জন কর্মকর্তা জনপ্রশাসন পদক লাভ করে।পরে ২০১৭ সালে ২৬ জন ও ২০১৮ সালে ৩৯ জন কর্মকর্তা ও তিনটি প্রতিষ্ঠানের জনপ্রশাসন পদক লাভ করেন।মাঠ পর্যায় থেকে সচিব পর্যন্ত ২০১৭-২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো শুদ্ধাচার পদক প্রদান করা হয়।সরকারি খাতের চাকরিকে আকর্ষণীয় করার উদ্যোগগ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালে সর্বশেষ পে-কমিশনে বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করা হয়েছে। ২০১৬ সাল (বাংলা ১৪২৩) হতে বাংলা নববর্ষ ভাতা

প্রদান করা হচ্ছে।উপসচিবদের গাড়ি কেনা বাবদ ঋণ সুবিধা প্রদান ও উপসচিবদের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘোষণা করা হয়েছে। পেনশনের হার সর্বশেষ মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগের স্থলে ৯০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। কম সুদে গৃহঋণ পাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তারা। সরকারি কর্মচারীর অবসরের সময়সীমা ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জঃ বিভিন্ন দপ্তরের উপপ্রধানরাও সরকারের নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমানভাবে জড়িত থাকলেও গাড়ি সুবিধা না পাওয়ায় অন্যান্য ক্যাডারের উপপ্রধান পদে কর্মরতদের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। বিভিন্ন প্রণোদনায় শুদ্ধাচার বৃদ্ধির পথে বাস্তব কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বেতন বৃদ্ধির ফলে দুর্নীতি কমেছে তারও কোনো সুনির্দিষ্ট উদাহারণ নেই।

২.৫ প্রতিবছর শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিঃ 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১' প্রণীত হয়েছে ও বিধিমালায় নিয়োগ প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮' এ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ উল্লেখ রয়েছে [ধারা ৪৯(১)]।

চর্চাঃ বর্তমানে জনপ্রশাসনে পদ শূন্য রয়েছে ২৩ শতাংশ। এসব পদে নিয়োগের বিশেষ কোনো প্রস্তুতি নেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমপর্যায় পদে ২৭% ও সহকারী সচিব ও সমপর্যায় পদে ২৯% পদ শূন্য রয়েছে।অন্যদিকে জনপ্রশাসনে উর্ধ্বতন পদসমূহে (উপসচিব হতে অতিরিক্ত সচিব) অপরিকল্পিতভাবে বেশি নিয়োগ করার ফলেউপসচিব, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে ১০০ শতাংশের বেশি কর্মকর্তা কর্মরত। এছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে শুধু যোগ্যতাই নয় ক্ষমতাসীনদের 'নিজের লোক' হওয়া অলিখিত প্রধান যোগ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পছন্দনীয় পদে পদায়ন পাওয়ার জন্য তদবির সুনির্দিষ্ট কিছু ক্যাডারে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির পর পছন্দের জায়গায় পদায়ন না পাওয়ায় অনেক শিক্ষক মন্ত্রণালয়/মাউশি/সাংসদ পর্যন্ত তদবির করেন কারণ তাদের আগ্রহ ঢাকায় থাকা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সাবেক ছাত্রনেতা/পছন্দের ব্যক্তি বিদেশে পদায়ন পাচ্ছেন যাঁদের কূটনীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। লোভনীয় ও পছন্দের জায়গায় পদায়ন পেতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে তদবির সংস্কৃতি এতটাই প্রকট হয়েছিল যে তদবিরকে সরকারি কর্মচারী(আচরণ) বিধিমালার পরিপন্থী উল্লেখ করে ২০১৫ সালের ২১ জুলাই পরিপত্র জারি করে এ মন্ত্রণালয়। সরকারি চিকিৎসকদের একাংশ নিয়মিত তদবির করেন রাজধানী/জেলা সদরে থাকার জন্য।

চ্যালেঞ্জঃ বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফল মিলিয়ে আড়াই বছর সময় লাগছে। আইনে না থাকা সত্ত্বেও সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনেএকাধিক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক (পুলিশি তদন্ত, গোয়েন্দা তদন্ত, ডিজিএফআই) তদন্ত হচ্ছে। প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক আনুগত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তল্লাশি হচ্ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভাগীয় প্রধান হয়ে টেকনিক্যাল ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়ার কারণে টেকনিক্যল কর্মকর্তারা তাদের কর্মক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছেন না, ফলে দ্বন্দ্ব ও হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে।নিয়মিত যোগ্য কর্মকর্তা থাকার পরও চুক্তিতে নিয়োগ সরকারের আর্থিক খরচ বাড়ায়। সচিব পদে চুক্তিতে নিয়োগে দক্ষ ও যোগ্য অতিরিক্ত সচিবদের পদোন্নতির সুযোগ সংকুচিত হয়। ক্ষোভ, অসন্তোষ, হতাশা ও কর্মদক্ষতার ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনিক কাজের ধাপগুলি ক্রমশ বাড়ানোর (আট স্তর) ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালক্ষেপণ বেড়েছে।

সাধারণ ক্যাডার ও টেকনিক্যাল (ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, কূটনীতিক) ক্যাডারসমূহে একই পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হলেও শুধু প্রশাসন ক্যাডারে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি হয় প্রায়শই, অন্য ক্যাডাররা এ ধরনের পদোন্নতি পান না।গাড়ি কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণে আর্থিক সহায়তা কেবলমাত্র প্রশাসন ক্যাডারের জন্য। পদমর্যাদায়ও বৈষম্য রয়েছে। পুলিশ প্রধান (আইজি) ও স্বরাষ্ট্রসচিব সমান পদমর্যাদার হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের অধীনস্ত হবার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। শুধু সচিবালয়ে নয়, মাঠ পর্যায়েও একই অবস্থা। বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের পদগুলোতে একই ব্যাচের শিক্ষকেরা একই সময়ে পদোন্নতি পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং সময়সাপেক্ষ।

২.৬ সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিঃ 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'প্রণীত হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছেফৌজদারি মামলায় সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করতে হলেনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে[ধারা ৪১(১)]। এছাড়া চাকরির মেয়াদ ২৫ বৎসর পূর্ণ হবার পর যে কোনো সময় সরকার সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরি হতে অবসর প্রদান করতে পারবে [ধারা ৪৫]।

চর্চাঃ সম্প্রতি প্রণীত হওয়ার কারণে এখনো চর্চা পর্যালোচনার সময় আসেনি।

চ্যালেঞ্জঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে সরকারের অনুমতি রাখার বিধান বৈষম্যমূলক ও সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থী। এতে দুদকের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে এবং দুর্নীতির দায়ে হাতে-নাতে গ্রেপ্তার অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

২.৭ 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-এ 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে।

চর্চা: 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা'র একটি খসড়া প্রণীত হয়েছে ২০১৮ সালে।

চ্যালেঞ্জ: ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের উল্লেখ থাকলেও ইতোমধ্যে শুধু 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা'র খসড়াপ্রণীত হয়েছেমাত্র।

২.৮ কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পলিসি, ২০০৩' প্রণীত হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণে দুর্বল কর্মদক্ষতা প্রমাণিত হলে তা পদোন্নতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হবে। শিক্ষানবিশকাল দুই বছরের মধ্যে 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' ও 'ডিপার্টমেন্টাল কোর্স' সম্পন্ন করতে হবে, এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর একবছর প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের পদায়ন করতে হবে।

চর্চা: বর্তমানে মোট ৩২৫টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের(পিএটিসি) তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সদর দপ্তরে চারটি আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য দুই ধরনের কোর্স প্রচলিত-প্রধান কোর্স ও সংক্ষিপ্ত কোর্স। প্রধান চারটি প্রশিক্ষণ হচ্ছে - বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, প্রশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ,সিনিয়র স্টাফ প্রশিক্ষণ নীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা। শুদ্ধাচার বিষয়ক দু'টি কোর্সরয়েছে -দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কোর্স ও গভার্নেন্স ইনোভেশন কোর্স।

চ্যালেঞ্জ: প্রশিক্ষণ নীতিমালায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষানবিশকাল দুই বছরের মধ্যে কয়েকটি ক্যাডারের 'ডিপার্টমেন্টাল কোর্স' প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় না, যেমন পুলিশ, কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ, প্রশাসন (সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ)। নীতিমালায় বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর এক বছর প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয় না। প্রশিক্ষণে দুর্বল কর্মদক্ষতা নেতিবাচক দিক হিসাবে পদোন্নতিতে প্রভাব ফেলবে বলে নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা মানা হয় না। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে পদোন্নতির কোন সম্পর্ক নেই।

২.৯ জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮'-এ সরকারি কর্মচারীকে সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, প্রশিক্ষণ ও সন্তোষজনক চাকরি বিবেচনাক্রমে পদোন্নতি প্রদান করার উল্লেখ আছে [ধারা ৮(১)]। 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭'-এ পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা হিসেবে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, চাকরিতে স্থায়ী ও চাকরি সন্তোষজনক হওয়াকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া পদোন্নতি সম্পর্কিত'উপসচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২'রয়েছে।

চর্চা: জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম থাকলেও উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদোন্নতি পরীক্ষা নেই। পদোন্নতি বিধিমালায় উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রশাসনে পদোন্নতিতে 'গোয়েন্দা রিপোর্ট' যুক্ত করা হয়েছে। পদোন্নতি বিধিমালার নির্ধারিত নম্বর ছাড়াও যুগ্ম সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ে 'সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ত' বিবেচিত হতে হবে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের কাছে। এ বিধানটির অনেকক্ষেত্রে অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার লঙ্ঘন হয়েছে একাধিকবার।

চ্যালেঞ্জ: নিয়মবর্হিভূত পদোন্নতি ক্রমশ জনপ্রশাসনে পিরামিড আকৃতির ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে। একই পদে একাধিক কর্মকর্তা থাকায় কাজের ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ৩/৪ জন অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কর্মকর্তারা পদোন্নতি পেতে রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারও এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রশাসনকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। যখন যে সরকারই ক্ষমতায় আসে, তারা নিজেদের লোককে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পদোন্নতি দেয় এবং তা করতে গিয়ে প্রায়ই জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মেধা, এমনকি সততার অবমূল্যায়ন করা হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত স্কোরকে যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। ক্ষমতাসীন দলের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন কর্মকর্তাদের ওএসডি করার প্রবণতা বিদ্যমান। ওএসডিকে বেতনভাতা, আবাসন সময়ান্তে

পেনশনও দিতে হয় বলে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ কারণে কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না, অভিজ্ঞতার সুফল রাষ্ট্র পাচ্ছে না, এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে।

২.১০ সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' নীতিমালা।

চর্চা: সকল অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলার সরকারি অফিস থেকে সরকারি সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে একটি সমন্বিত ই-সার্ভিস প্লাটফর্ম (নেস)তৈরি করা হয়েছে। সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারি দপ্তরের জন্য প্রায় ২৫ হাজার পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন) নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ।অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে জমির বিভিন্ন রেকর্ডের নকল/পর্চা/ খতিয়ান/ সার্টিফাইড কপি প্রদান করা হয়।
চ্যালেঞ্জ: এখনো মন্ত্রণালয়গুলোতে অ্যানালগ পদ্ধতিতে ফাইল আদান-প্রদান হয়। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে।এখনো সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞানের ও দক্ষতার ঘাটতি।

২.১১ যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি: সরকার সর্বশেষ অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ ঘোষণা করেছে।প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রতিবছর মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে বেতন সমন্বয় করা হচ্ছে২০১৮ থেকে।

চর্চা:অষ্টম পে-স্কেল অনুযায়ী কর্মকর্তারা মূল বেতন পাচ্ছেন ১ জুলাই ২০১৫ থেকে। ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ভাতা কার্যকর হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ: জাতীয় বাজেটের ১৪.২৬ শতাংশ জনপ্রশাসনের বেতন-ভাতায় ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু দুর্নীতি হ্রাসের দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের মধ্যে পাঁচটি কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক (যেমন প্রণোদনা ও পারিতোষিক, প্রশিক্ষণ, যৌক্তিক বেতন কাঠামো, সরকারি চাকরি আইন প্রণয়ন,সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন), অন্যদিকে তিনটি কৌশলের চর্চা এখনও শুরু হয় নি (বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন, এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন)। রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না (যেমন প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি) এবং প্রশাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রশাসনের রাজনীতিকরণের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ঘটার ফলে পেশাগত উৎকর্ষে ঘাটতির ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।নিয়োগ প্রক্রিয়ায় (নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগের পূর্বে একাধিক আইন শৃঙ্খলা সংস্থা কর্তৃক তদন্ত) সময়ক্ষেপণের কারণে জনপ্রশাসনে প্রায় প্রতি বছরই গড়ে ২০ শতাংশ পদ খালি থাকে।

৪. সুপারিশ

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯

১. 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯'-কে শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে হালনাগাদ করতে হবে। আয়কর প্রদানের বাইরে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পদের হিসাব প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করতে হবে, এবং সে অনুযায়ী সম্পদের হিসাব প্রতিবছর প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮

২. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-তে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে সরকারের অনুমতি রাখার বিধান বাতিল করতে হবে এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ধারা, যেমন ৬(১) ও ৪৫ সংশোধন করতে হবে।

৩. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-তে 'সরকারি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করে আইনের সংশোধন করতে হবে।

নিয়োগ

৪. জনপ্রশাসনের ওপরের পদগুলোতে শূন্যপদের বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগ না দিয়ে নিচের দিকের শূন্যপদগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রশাসনের পিরামিড কাঠামো ঠিক থাকে।

পদোন্নতি

৫. পদোন্নতির ক্ষেত্রে সব ক্যাডারের সমান সুযোগ সৃষ্টি ও সকল ক্যাডারের জন্য পদ ভেদে অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. প্রশাসন ক্যাডার হতে টেকনিক্যাল বিভাগের উচ্চপদে পদায়ন না করে টেকনিক্যাল ক্যাডার থেকে পদোন্নতি দিতে হবে।

৭. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত স্কোর এবং দক্ষতার মূল্যায়ন-পূর্বক পদোন্নতি নিশ্চিতের বিধান রাখতে হবে।

কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা

৮. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারের বিভিন্ন কর্ম ও কর্মবিভাগের উপযোগী করে 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা (Career DevelopmentPlan)'চূড়ান্ত করে তা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১

৯. 'তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আইন সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে।